বনফুল



শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত



প্রকাশক—

শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

বরেন্দ্র লাইব্রেরী,

২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



১৩২৫

মূল্য ।৵০ আনা।

PRINTED BY K. C. CHAKRAVARTTY
GIRISH PRINTING WORKS
51-2-6, SUKEA STREET, CALCUTTA.



স্বর্গীয় রমণীমোহন রায়

উৎসর্গ

পরম পূজ্যপাদ

পরলোকগত

রমণীমোহন রায়

পিতৃদেবের

পবিত্র পাদপদ্মে

বনফুলের

পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম।

নিবেদন।

আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভাব সম্ভার লইয়াই এই "বনফুলের" সৃষ্টি। কবিতাগুলির অধিকাংশই আমার তিন চারি বৎসর পূর্ব্বের লিখিত। হৃদয়ের ভাবগুলি ভাষায় প্রকাশ করিয়া শান্তি পাইবার আশায় এগুলি লিখিয়াছিলাম। নিজের মনে নিজে লিখিয়া যাইতাম মনে একটা বেশ আনন্দ অনুভব করিতাম এইমাত্র;—ইহা যে কোনও দিন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে সে আশাও বড় ছিল না। কারণ যে বঙ্গ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কবিগণের বীণার মধুর ঝঙ্কারে মুখরিত, যে বঙ্গের কাব্যকাননে, মধু, হেম, বেহারী, নবীন, দ্বিজেন্দ্র, রজনী প্রভৃতি কবিকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া বঙ্গভাষাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়াছে, যে বঙ্গের কবিতা-কানন-প্রসূত রবীন্দ্রনাথের যশোসৌরভে আজ সমস্ত জগৎ অনুপ্রাণিত,—যেখানে আজও অক্ষয়, প্রমথ, যোগীন্দ্র, জগদিন্দ্র, মানকুমারী,

প্রিয়ম্বদা, কামিনী, স্বর্ণ প্রভৃতি কবি কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে—সেখানে আমার মত একটা গন্ধহীন ফুলের স্থান কোথায় ? আমার মত অত্যল্প শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির এইরূপ যৎসামান্য ক্ষমতা লইয়া বঙ্গ-সাহিত্য কাননে প্রবেশ করা আমার পক্ষে অপরিসীম উপহাসের বিষয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু তথাপি আমার অগ্রজ প্রতিম, অশেষ শ্রদ্ধেয়, পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী, এম্, এ, মহাশয়ের উৎসাহে এবং কতিপয় বিশিষ্ট বন্ধুর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। যে অজানা পরম দেবতার আশীষ-বারি-সিঞ্চনে আজ এই বনফুল প্রস্ফুটিত হইল তাঁহার চরণে দীন গ্রন্থকারের কোটী কোটী প্রণাম।

স্বর্গীয় পিতৃদেব অত্যধিক অপত্য স্নেহবশতঃ আমার কবিতাগুলি বড় ভালবাসিতেন। তিনিই প্রথমে আমার কবিতা সংশোধন করিয়া দিয়া আমাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করেন। তাঁহার আগ্রহে কয়েকটী কবিতা কোনও কোনও সাময়িক

পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার চরণতলে বসিয়া কবিতা অবৃত্তি করিবার ভাগ্য আমার বেশীদিন ঘটিয়া উঠে নাই—কারণ তিনি আমার কয়েকটী কবিতা দেখিবার পরেই অমর ধামে গমন করিয়াছেন। এজন্য তাঁহার মৃত্যুর পর আমি যে সমস্ত কবিতা লিখিয়াছি সে সমস্তের মধ্যেই একটা করুণ সুর জাগিয়া আছে বলিয়া আমার মনে হয়। মেট্রোপলিটন্ ইনষ্টিটিউশনের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক আমার অশেষ শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র ঘোষাল, বি, এ, মহোদয় আমায় এ বিষয় বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। তাঁহার উৎসাহবাণী, যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন আমার হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিবে।

বিখ্যাত "উপনিষদের উপদেশ" প্রণেতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতনামা অধ্যাপক, সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক, আমার পিতৃস্থানীয় পূজ্য, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, এম্, এ, মহাশয় পুত্রাধিক স্নেহে এই পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত দেখিয়া

একটী ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন—এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার সৌন্দর্য্যহীন বনফুলের কতকটা সৌন্দর্য্য ফুটাইয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহার নিকট বিশেষ-ভাবে কৃতজ্ঞ।

"গিরীশপ্রিণ্টিংওয়ার্কসের" সত্বাধিকারী আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র শ্রীযুক্ত গিরীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয় এই গ্রন্থ মুদ্রণে যথেষ্ট সাহায্য ও স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ও বাধিত রহিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি নিজের মনে নিজে কবিতা লিখিয়া আনন্দলাভ করিতাম বলিয়াই এগুলি লিখিয়াছি। জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের আশায় এগুলি লিখিত হয় নাই এবং তদুপযোগী শক্তিও আমার নাই। এজন্য গ্রন্থে বহু ভ্রম প্রমাদ ও ত্রুটি রহিয়া গেল। আশাকরি গুণজ্ঞগণ কবিতার দোষ পরিহার করিয়া গুণটুকু গ্রহণ করিবেন। ইতি—

কলিকাতা।
পৌষ—১৩২৫।

বিনীত—
গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

বয়সে তরুণ হইলে, বাঙ্গালীর কবিতায়, বর্ত্তমানে, যে আবিল অপবিত্র ভাব ও ভাষা ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়,—উদীয়মান এই নবীন কবির ক্ষুদ্র কবিতা-গ্রন্থে আমরা সে অপবিত্রতা দেখিতে পাইতেছি না। অধিকাংশ কবিতায়, উচ্চ ও পবিত্র ভাবের উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি লক্ষিত হইতেছে।

সংস্কৃত অলঙ্কারিকগণ রসকেই কবিতার প্রাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দার্শনিকের ভাষায় রস—'আনন্দ' নামে অভিহিত। যে কবিতা পাঠে, হৃদয়ে রসের স্ফুর্ত্তি হয়, আনন্দের মধুরতায় হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহাকেই প্রকৃত কবিতা বলা যায়। এ হিসাবে এই গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও, 'কাব্য' নামের উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া, আমি বিশ্বাস করি।

কবির পিতা চিরজীবন বাঙ্গলা-সাহিত্যের চর্চ্চা লইয়া, বাঙ্গলা সঙ্গীতের আলোচনা করিয়া, দিবারাত্রি উহাতেই মগ্ন হইয়া থাকিতেন। পুত্রও, সেই পিতার উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ সাহিত্যিক-সম্পদের অধিকারী হইয়া, এই অল্প বয়সেই কবিতাদেবীর উপাসনায়

নিযুক্ত হইয়াছেন দেখিয়া হৃদয়ে বড় আনন্দ লাভ করিয়াছি। অনেক কবিতা,—ভাবের গাম্ভীর্য্যে, কবিত্বের মাধুর্য্যে, শব্দসম্পদের বৈচিত্র্যে, আমার হৃদয়ে অধিকতর আনন্দের প্রবাহ ছুটাইয়া দিয়াছে। এই কবিতাগ্রন্থ পাঠে বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকা আমার মত প্রীতি লাভে সমর্থ হইবেন ,—এ বিষয়ে আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। অভিজ্ঞতা, বহুদর্শিতা ও কবিত্বের স্বতঃস্ফুর্ত্ত আবেগে, কালে, এই কবি, বয়ঃক্রম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, আমাদিগকে আরো অধিক সুখ-সম্ভোগের অধিকারী করিতে পারিবেন,—এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

কবির সহিত আমার যেরূপ গাঢ় সৌহার্দ্দ-সম্বন্ধ, তাহাতে ইঁহার সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে আমি সঙ্কুচিত হইতেছি। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, বিধাতা ইঁহাকে নিরাময় রাখিয়া, সৎসাহিত্য-চর্চ্চার সুবিধা ও অবসর প্রদান করুন।

কলিকাতা।
"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়"
৩০শে নভেম্বর, ১৯১৮।

শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী,
বিদ্যারত্ন, এম্, এ।

উপহার পৃষ্ঠা।



আমার

....

....কে

....

বনফুল

উপহার প্রদত্ত হইল।

সন...................... } শ্রী..

সূচী পত্র।

শ্রীশ্রীসরস্বতী বন্দনা

অয়ি মাতঃ বীণাপাণি কি দিয়ে পূজিব আমি
কি দিয়ে বন্দিব মাগো চরণ-সরোজ তোমা ?
জ্ঞানহীন শক্তিহীন মাগো আমি দীনহীন
কি বুঝিব লীলা তব করুণারূপিণী ওমা ?
নাহি মুকুতা রতন, মণি অন্যবিধ ধন,
হৃদয়-বিপিনে মোর নাহি জ্ঞান-কিশলয়,
কেমনে জননী ও চরণ করি গো বন্দনা ?
দয়াময়ি ! কর দয়া অভাগা সন্তানে তব,
বড় সাধ মনে—পূজি রাঙ্গা চরণ-সরোজ,
আর কিছু ভিক্ষা নাহি, জ্ঞানদাত্রি ! জ্ঞান
দেমা ॥

বনফুল

প্রভাতের কবি

(১)

আমি এক প্রভাতের কবি।
একদিন নিশা শেষে মৃদু অনিল পরশে
ভেঙ্গেছিল ঘুমঘোর উঠে দেখি প্রায় ভোর
গগনেতে উঠে রাঙ্গারবি।
আমি এক প্রভাতের কবি॥

(২)

আমি এক প্রভাতের কবি।
শিশির যেমতি হায় জীবন তেমতি প্রায়
নিমেষে শুথায়ে যায় মানা নাহি মানে তায়
প্রভাতেতে উঠে যবে রবি।
আমি এক প্রভাতের কবি॥

(৩)

আমি এক প্রভাতের কবি।
উষার পূরবাকাশে শুকতারা ম্লান হাসে
নব রবি নব বেশে কিরণ ছড়ায়ে হেসে
ধরে এক মনোহর ছবি।
আমি এক প্রভাতের কবি॥

(৪)

আমি এক প্রভাতের কবি।
সেই নির্জ্জনতা মাঝে কি মধুর শান্তি রাজে
কোকিল প্রভাতী গায় বসি বিটপ শাথায়
কি সুন্দর প্রকৃতির ছবি।
আমি এক প্রভাতের কবি॥

(৫)

আমি এক প্রভাতের কবি।
পাপিয়ার কল তানে প্রাণভ'রে উঠে গানে
যেদিকে ফিরাই আঁখি সাধ হয় আরো দেখি
নয়নে নূতন লাগে সবি।
আমি এক প্রভাতের কবি॥

(৬)

আমি এক প্রভাতের কবি।
প্রভাতে প্রভাতী শোভা হায় কিবা মনলোভা
করি গুণ গুণ রব পান করে অলি সব
প্রস্ফুটিত কড়ি, কলি, সবি।
আমি এক প্রভাতের কবি॥

(৭)

আমি এক প্রভাতের কবি।
নদী বহে কুলু তানে হেরি ব'সে নিরজনে
শশী হীনপ্রভা হায়! রবি আকাশের গায়
মুগ্ধ আঁখি নয়ন ফিরাবি?
আমি এক প্রভাতের কবি॥

(৮)

আমি এক প্রভাতের কবি।
ঊষা হয়ে গেল লীন নাহি বাজে হৃদি বীণ
বিনা এ প্রভাতী কান্তি কে আনিবে এত শান্তি
ঘুমে মগ্ন হ'ল বিশ্বছবি।
ক্ষুদ্র আমি প্রভাতের কবি॥

সংসার

এ সংসার পূর্ণ শুধু মিথ্যা কোলাহলে।
নাহি অমৃতের কণা পূর্ণ হলাহলে॥
হৃদি জুড়াবার ঠাঁই কই হেথা নাই।
হেথা হোথা ছুটাছুটী করে সবে তাই॥
হেথা শুধু বন্ধনের উপর বন্ধন।
শ্রবণেতে পশে শুধু আকুল ক্রন্দন॥
শোকতপ্ত, হিংসাতপ্ত, দুঃখতপ্ত প্রাণ।
হেথা নাই, হেথা নাই, জুড়াবার স্থান॥
সংসারেতে আসে নর চিন্তার কারণ।
প্রায়শ্চিত্ত জীবনের নিকট মরণ॥
চিতায় উঠিলে হয় চিন্তার বিলয়।
সংসারেতে চিন্তা নরে, করে জীর্ণকায়॥
মৃত্যুসনে পৃথিবীর দুঃখ অবসান।
হেথা নাই, হেথা নাই, জুড়াবার স্থান॥

———

প্রার্থনা

অনন্ত সৌন্দর্য্যে ভরা এ ব্রহ্মাণ্ডভূমি।
তোমারি এ বিশ্বরাজ্য-সৃষ্টিকর্ত্তা তুমি॥
যদিও তোমারে লয়ে ব্যস্ত মোরা সবে।
অনাদি অনন্ত তবু জানি তুমি ভবে॥
সকলে তোমারে চায় সহেনাত প্রাণে।
ভাবি মোর তুমি একা, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে॥
সংসারের তিরস্কারে ভাবি মনে মনে।
তুমি আছ যার তার ভয় কি ভুবনে॥
অনিত্যে নিত্য তুমি, চেতনে চেতয়িতা।
আত্মা পরমাত্মা তুমি, মানবে বিধাতা॥
যতদিন দেহে প্রাণ রবে এই ভবে।
ততদিন তুমি নাথ আমারই রবে॥
শক্তিদান ছেদিবারে মায়ার বাঁধন।
অমরাত্মা লভিবারে করিহে সাধন॥

ভিক্ষা

আমায় অম্‌নি সুখী করে রাখ,
এই ধরাতলে।
বাহুর ডোরে বাঁধ তোমার
করুণা বলে॥
হেথা রবির আলোকরাশি মাঝে
মধু-বসন্ত জোছনা সাঁজে
শুধু প্রাণের বীণা সদা বাজে
আঁখি ভরে জলে।
আমায় অম্‌নি সুখী করে রাখ
এই ধরাতলে॥

আজ মধুর ছায়ায় ফুলের হাওয়ায়
সবে মেতেছে।
তারার মালা যেন কে আজ
সাজিয়ে গেঁথেছে॥
আজ যেন এ অন্ধকারে
যাবে তুমি আকাশ পারে
পূজা নিতে কাহার দ্বারে
হৃদয় চেতেছে।

আজ মধুর ছায়ায় ফুলের হাওয়ায়
সবে মেতেছে ॥

আমি আপনাকে আজ বিলিয়ে দেব
তোমার ও পায়।
ধর্‌ব তোমার পা দুখানি
প্রাণ যদি যায় ॥
আজকে চরণ ছায়ায় তব
প্রাণ ভরে সবে ভিক্ষে লব
কোন কথাই নাহি কব
মরি যদি হায়।
আমি আপনাকে আজ বিলিয়ে দেব
তোমার ও পায় ॥

ওগো শুধু তোমার ভৃত্য কর
অন্য কিছু নহে।
ভূতের বেগার কেন শুধু
খেটে মরি বহে ॥

খোল এ মায়া বাঁধন
লভি তোমা করি সাধন
অমৃত করি রসাস্বাদন
হৃদি যায় দহে।
ওগো শুধু তোমার ভৃত্য কর
অন্য কিছু নহে

প্রকৃতি

প্রকৃতি তোমারে কেবা সাজাল এরূপে মধুর মহান্ ?
কোথায় নিবাস তাঁর কোন্ স্বর্গপুরে কেবা গরীয়ান্ ?
নিত্য নব সাজে ফুলরাশি থরে থরে কে দেয় সাজায়ে ?
সমুখে কে ধরি রূপরাশি যায় চলি চকিতে পলায়ে ?
কাহারে লুকায়ে রাখি হৃদয় মাঝারে তুমি গরবিনী ?
কার প্রেমে অনন্ত-যৌবনা, হে প্রকৃতি, রূপসী, মোহিনী ?
তোমার ও মোহিনীরূপেতে করিয়াছ মোরে আমা হারা।
মায়া, তৃষা, দুখ, সাধ, দাও সব মুছে ব'ক প্রেমধারা॥
অয়ি দেবি ! আজি উদ্‌ঘাটিত কর তব হৃদয়ের দ্বার।
লুটাইতে দাও ও চরণে, লহ মোর অর্ঘ্য বাসনার॥

চুম্বন

এ জগতে যাহা কিছু আছে কামনার
সকলি ক্ষণেকস্থায়ী ; নহে ত অসার।
বিমল চন্দ্রিকাপ্লুত কুসুম কাননে
ঘুমায় কুসুম হাসি মাখিয়া আননে।
বসন্তের অবসানে বিরহ জ্বালায়
পুষ্প সব ঝরি পড়ে, হাসি চলে যায়।
গগনের প্রান্তে যবে অস্ত যায় রবি
কতক্ষণ থাকে তার সোণাঢালা ছবি ?
কিছুই ত স্থায়ী নয় এ ধরণী মাঝে
তাই বলে তুচ্ছ নহে যে সৌন্দর্য্য রাজে।
অধর চুম্বন চেয়ে ক্ষণস্থায়ী কিবা ?
মুহূর্ত্তে করে যে যুগ, যামিনীরে দিবা।
ইচ্ছা হয় চুম্বনেতে হইতে বিলীন
অধর সঙ্গমে পড়ে থাকি চিরদিন ॥

বসন্ত অবসানে

আজি হুহু করি পুবান পবন
বিষাদ তুলিল জাগায়ে।
চুপি চুপি মোর হৃদয়ে পশিয়া
উঁকি মেরে গেল কি যেন কহিয়া
জীবনটী গেল আঁধার করিয়া
হৃদয়টী গেল কাঁদায়ে।
আজি হুহু করি পুবান পবন
বিষাদ তুলিল জাগায়ে॥

সাজান বাগান গেল যে শুথায়ে
পাতাগুলো যায় ঝরিয়া।
ভাঙ্গিল আমার সুখের স্বপন
কোথা চলে গেল মৃদুল পবন
বিরহের বিষে কাঁদায়ে পরাণ
গেল কোন্ পথে চলিয়া।
সাজান বাগান গেল যে শুথায়ে
পাতাগুলো গেল ঝরিয়া॥

মধুর পবন গিয়াছে লইয়া
সুবাস গোপনে।
কুসুমের হাসি লয়েছে লুটিয়া
অলির গুঞ্জন গিয়াছে থামিয়া
কোকিলের কুহু না পাই খুঁজিয়া
শ্মশান করেছে কাননে।
মধুর পবন গিয়াছে লইয়া
সুবাস গোপনে॥

তোমার বিমল-জ্যোতির কিরণ
দেখিনি মলয় সমীরে।
ফুকারি কাঁদিছে নীরব বাঁশিটী
অধরে মিলায়ে গিয়াছে হাসিটী
নয়নের জলে ভাসিছে আঁখিটী
হৃদয় ঘেরেছে তিমিরে।
তোমার বিমল-জ্যোতির কিরণ
দেখাও আঁধারে মিহিরে॥

অনিত্য

আজ কাল করি বহে
গেল কত দিন।
আঁখির এ অশ্রুধারা
হ'ল নাত লীন॥

দিন পরে দিন আসি
গেল যে চলিয়ে।
চুপি চুপি পশি হৃদে
গেল যে কহিয়ে॥

চিরস্থীর কিছু নহে
অনিত্য সংসার।
মুহূর্ত্তের নূতনত্ব
সকলি অসার॥

এক ফুল ঝরে যায়
আর ফুল ফোটে।
এক ঢেউ চলে যেতে
আর ঢেউ ছোটে॥

আঁধার চলিয়া গেলে
পিছে আসে আলো।

সত্য শুধু বিশ্বমাঝে
কীর্ত্তি সনে ভালো।
যে রবি প্রচণ্ড তেজে
পুড়ে ধরাতল।
ক্ষণ পরে তেজ তার
হয় সুশীতল॥
ঐ যে বচ্ছে স্রোতস্বতী
শীর্ণা প্রাণে প্রাণে।
বরষায় পূর্ণা হয়ে
ববে কলতানে॥
মায়ে কত ব্যথা দিয়ে
এ জীবন পাই।
কিন্তু গ্রহফেরে সেই
স্নেহ ভুলে যাই॥
পিতার সে ভালবাসা
মধুর মহান্।
ভুলে যাই সেই স্নেহ
পুণ্য গরীয়ান্॥
জগতেরি এই রীতি
সকলি ত ফাঁকি।

মিছে এই মায়া ঘোর
মিছে বুকে রাখি ॥
পুণ্য কর এ জীবন
শুনিয়ে ও বাণী।
ও চরণ ছায়া তলে
লুটি প্রাণ খানি ॥

গোধূলী

(মহাকবি সার রবীন্দ্রনাথের গোধূলীলগ্ন পাঠে লিখিত)

আজ সাঁঝের সমীরে এলান চিকুরে
গোধূলি লগন রে।
অরুণ জড়িত রূপের ঠমকে
সেজেছে গগন রে ॥
দিবসের শেষে এল সন্ধিক্ষণ
থেমে গেছে সব কোলাহল রণ
কর্ম্মক্লান্ত দেহ, ব্যথিত অলস
স্তিমিত নয়ন রে।
আসিছে মধুর সাঁজের সমীরে
গোধূলী লগন রে ॥

আমার দিন কেটে গেছে না জানি কি ভাবে
কি জানি অজানা কাজে।
তাই হৃদি মাঝে করুণ সুরেতে
মরমের বাঁশী বাজে॥
দিবসের শেষে এ প্রশান্ত ক্ষণে
শশী শোভে ওই গগন প্রাঙ্গনে
তারাগুলি সব ফুটিবে এখনি
নব মিলনের সাজে।
কেমনে কি ভাবে কেটে গেল দিন
না জানি কি মিছে কাজে॥

ওই নিমেষে তোমার করুণা নিঝরে
ভুবন প্লাবিল রে।
মহাগীতি এক উঠিয়া ধরায়
গেল যে থামিয়ে রে॥
থেমে গেল সব পাখী গান গাওয়া
বহিতে লাগিল দখিনের হাওয়া
দূরে জগতের কল কোলাহল
নীরব স্তবধ রে।

আসিয়া মধুর গোধূলি লগন
ভুবন প্লাবিল রে

খেয়া তরীখানি ওই ঘাটে বাঁধা আছে
যাত্রীদল যাবে পাড়ে।
এসেছিল যারা কিনিতে বেচিতে
যাইবে নদীর ধারে ॥
যারা আসিতেছে তারা যাবে চলে
যারা আসিয়াছে তারা গেছে চলে
সকলি যাইবে শেষে শূন্য তরী
পাড়ে লয়ে যাবে কারে?
দ্রুত সেরে লও কেনা বেচা সব
যে যাবে নদীর পাড়ে ॥

প্রভু তোমার ও করুণ মধুর বাণী
শোনাও মোরে ধীরে।
দাও তোমার প্রেমে পাগল ক'রে
দীন ভিখারীরে ॥

ক্লান্তি আমার দাও মুছিয়ে দাও
এ হৃদয়ে মোর শান্তি দিয়ে যাও
পুণ্য করগো জীবন আমার
মোর এ চিত্তটীরে।
দাও তোমার প্রেমে মধুর করে
গোধূলী লগ্নটী রে॥

আকাঙ্ক্ষায়

ধীরে বহি সমীরণ উদাস করিছে মন
বিফল জনম গীতিগায়।
কি যেন কিসের আশে কোন স্বপনের দেশে
সুনীল আকাশে মনধায়॥

পূর্ণ-মিলন

দেহের মিলন তরে ঝরিছে নয়ন
তৃষিত পরাণ কেন আকুল অন্তরে?
সে পূর্ণ মিলন তরে হওগো মগন
প্রেমে প্রাণে ডুবে যাবে অনন্তে ঈশ্বরে॥

কুসুম-চয়নে

কুসুমের পানে চাহিও না কেহ লইয়ে প্রাণে কামনা।
ছুঁইও না তারে, সে যে লাজবতী, লইয়ে নর বাসনা॥
নীরবে ফুটিয়ে লতারে জড়ায়ে থাকে সে নিজ সুখেতে।
তুলি যদি আন, পরশে তব, ঝরিয়ে যাইবে দুখেতে॥
আপন গরবে গরবিনী সে যে, বায়ুসনে তার খেলা।
পরাণ ভরিয়ে দাওগো খেলিতে ভাঙ্গিও না তার মেলা॥
হাসি হাসি তার চাহনিটুকু যেন স্বভাবের কামনা।
দেব পদ ছাড়া সে যাইবে কোথা? দিও না তারে যাতনা
ছুঁইওনা তারে, ঝরিলে সে তুমি, পাবে না তারে ফোটাতে।
দেবতার তরে সে যে ফুটে আছে, দাওগো গন্ধ ছোটাতে॥

ভ্রান্ত-পথিক

ওগো আমি বিদেশী পথিক পথ ভুলে আসিয়াছি তোমাদের
ঘরে।
পথশ্রমে পরিশ্রান্ত, নবীন অতিথি, বিশ্রাম লভিতে ক্ষণ—
তরে॥
শুধাওনা একটীও কথা, আসিয়াছি কোথা হতে? জেন
শুধু পান্থ।
শূন্য পানে চাহি আমি লুকাই আপন ব্যথা, দীন আমি অতি
ভ্রান্ত॥
কোথা হতে আসিয়াছি, জানিনা নিজেই তাহা যাব আমি
কোন দেশে?
নাহি জানি কিবা পরিচয়, চলিয়াছি জানি শুধু কালস্রোতে
ভেসে॥
বড় ক্লান্ত আমি জীবনের মহাস্রোতে, হবে কিগো হেথা
মোর স্থান?
রবি অস্ত নাহি যেতে যাব চলে পুনঃ, না হতে জীবন অবসান॥
হাসিয়া কহিল গৃহী "সকলেরি এই দশা, এযে আনন্দের খেলা।
তুমি যাবে ক্ষণপরে, আমিও যাইব ধীরে, এযে জীবনের মেলা॥

মুক্তি-কামনা

খোলগো খোল তব তোরণ দ্বার,
বেদনায় ক্লিষ্ট মানব জীবন ;
চারিদিকে শুধু আঁধার ভীষণ ;
বাসনার জ্বালা দুঃখ হাহাকার ॥

খোলহে পিঞ্জর বাঁধন অচিরে,
লুটাতে দাও মোরে তব চরণে।
তব প্রেমে শূন্য-শূন্যময় প্রাণে—
মরণের পথে যেতে ধীরে ধীরে ॥

সমুদ্রে

একদিন অপরাহ্ণে ভ্রমণের ছলে
সাগর সৈকতে আসি উপনীত হ'লে—
হেরিলাম রত্নাকরে মত্ত আস্ফালনে
উন্মত্তের প্রায় ভীম ভৈরব গর্জ্জনে ;
যতদূর দৃষ্টি যায় অনন্ত বারিধি,
উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গে নীল জলনিধি।

আলোড়িয়া জলরাশি উদ্দাম উচ্ছ্বাস,
বীরদর্পে পয়োধির উঠে দীর্ঘশ্বাস।
স্ফীতবক্ষে চলিয়াছে জোয়ারের সনে,
সংহার মুরতি ধরি যেন মহারণে।
ভৈরব বিক্রমে আসি তীরে বার বার,
প্রলয় সাধিতে যেন করিছে প্রহার।
কল্লোলিয়া কাঁদিতেছে উত্তাল উচ্ছ্বাস,
হাসিয়া উঠিছে ফুলি উদ্দাম উল্লাস।
অসীম বিতত-সিন্ধু-নীলজলরাশি,
ওই ঘন নীলাকাশে মিশিয়াছে আসি।
কভু স্তব্ধ মহাক্রীড়া শান্ত পারাবার,
কভু মহা আর্ত্তনাদ প্রবল ঝঙ্কার।
ভয়াল গর্জ্জনে নাচে উনমত্ত প্রায়,
সংহার মূরতি হেরি কাঁপেগো হৃদয়।
কার প্রেমবাণী তুমি ব্যক্ত করিবারে
ছুটিয়া চলেছ কহ কোন্ পারাবারে?
উপরে শোভিছে ওই স্থির নীলাকাশ,
নিম্নে তব পয়োধির উদ্দাম উচ্ছ্বাস—
নিশার স্তব্ধতা ভাঙ্গি কাঁদে অনিবার,
মেঘমন্দ্রে উঠে রব প্রবল ঝঙ্কার।

উঠিয়া ক্রন্দন সদাপাগল পাথারে—
কাঁদাইতে চাহে যেন জগৎ সংসারে।
কি কারণ রত্নাকর, চল সমুচ্ছ্বাসি ?
কোথা আদি ? কোথা অন্ত ? কহনা প্রকাশি ॥

অনন্তে

উনমত্ত মন কেন অনন্তের তরে ?
অনন্ত-মিলন তরে কেন আঁখি ঝরে ?
অনন্ত জীবন পেতে কেন এত আশা ?
অনন্তের ভালবাসা আকুল পিয়াসা ?
রোগ-শোক তাপ-পূর্ণ এ ধরণী হায় !
তাই কি অনন্ত পানে সদা প্রাণ ধায় ?
কিম্বা হেরি সাগরের অনন্তের পানে—
হেরিয়া অনন্তকালে অন্তহীন প্রাণে,
প্রাণ মোর ধায় সদা অসীমে মিশিতে,
হিংসা দ্বেষ কপটতা স্বার্থ বিবর্জ্জিতে।
"আত্মার বিনাশ নাই" কহে সর্ব্বজনে,
তবে কেন কাঁদে প্রাণ মিছে, অকারণে ?

উঠুক তুফান ঘোর সংসার সাগরে,
বিশ্বাসিয়া রহ জীব অনন্তের তরে ॥

নারী

ওগো নারী এ সংসার বাঁধা তব প্রেমে, সৌন্দর্য্যে
তোমার।
জগতের আদি সৃষ্টি হতে যাহা কিছু গর্ব্ব করিবার ॥
সুখ সাধ অভিলাষ যাহা কিছু ভবে তুচ্ছ কর মনে।
নিজের কর্ত্তব্য সাধি যাও চলে সবে প্রফুল্ল আননে ॥
তব প্রীতি, ভক্তি, সরলতা, হৃদয়ের পবিত্রতা রাশি,
লাবণ্য ধারায় ক্ষরে ও আননখানি সদা হাসি হাসি ॥
কতশ্রম লভি তবে পালহ সন্তানে—জীবন সংগ্রামে।
বিধাতার আশীর্ব্বাদ তুমি—এ সংসার পুণ্য তব নামে ॥

সঙ্কল্প

পূর্ণ কর সঙ্কল্পের মঙ্গল কলস
সঙ্কীর্ণতা পরিহরি উঠুক হরষ।
অবাধ কল্পনা যাহা মুছি ফেলি সবে
মৃত্যুরে উপেক্ষা করি কার্য্য সাধ ভবে।
যাঁহার প্রভাবে কর্ম্মী, কর্ম্ম ও জগৎ
এক অবস্থায় সদা হয় সমানীত।
যিনি সর্ব্বভূতে বিদ্যা, বুদ্ধি, বেদ, সিদ্ধি,
যিনি এক অদ্বিতীয়, যাঁর নামে হৃদি—
হয় সদা পুলকিত যাঁহার স্মরণে,
তাঁর নামে যাব তরি কি ভয় মরণে?
মিথ্যা হোক্, লুপ্ত হোক্, সব মোহ সাধ,
স্নেহ, প্রেম, দেছ সব, যাচি আশীর্ব্বাদ।
ব্যর্থ এ জীবন হ'ক পুণ্য প্রাণারাম,
অমৃতের পুত্র মোরা, পূর্ণ মনস্কাম॥

উষা

আজ শিশিরজলে সুরপুরীর পর্দ্দাখানি গেল খুলে।
উষারাণী ওই ধীরে ধীরে নেমে এল ভিজা এলচুলে॥
স্বর্ণাঞ্চলে ভুষি, শুভ্রবাসে, স্মিতমুখে, সুমেরু মাথায়।
আঁধার কপাট খুলি এল উষারাণী—ধীরে পায় পায়॥
নিরমল নীলাকাশ অরুণ রাগেতে—নিশা অবসান।
সুনীল মেঘপরে স্বর্ণ কিরণ পড়ে—পাখী গায় গান॥
ম্লানমুখী ওই শুকতারাটী আলোক লেগে লাজে সারা।
ধীরে ধীরে বইছে সমীর—কুসুম হেসে আপন হারা॥
রাখাল গোপাল লয়ে হলস্কন্ধে চলিয়াছে গান গেয়ে।
ধীরে ধীরে অতি ধীরে আসছে সমীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে॥
ফুলের বাতাস লাগে গায়ে রূপসীর পরশের মত।
কার আঁচলের বাতাস লেগে গোলাপ আঁখি করে নত?
কারে হেরে ধরা যেন আঁচলখানি দুলায় নীলাকাশে।
মহিমাতে হৃদি আমার গেছে ভ'রে—পূর্ণ সকল আশে॥

শ্মশান

তোমা সম স্থান নাহি হেরি এ ধরায়
সকল স্বরগ শোভা মাখা তব গায়।
ভেদাভেদ শূন্য ঠাঁই—শান্তিময় স্থান
হেথায় কাহারো নাই মান অপমান।
ধনী, মানী, দীন সম—দশা সবাকার
হেথা নাহি জাতিভেদ সব একাকার।
মূর্খ কি পণ্ডিতে হেথা নাহি কোন ভেদ
হেথা সব একাত্মা, সকলেই অভেদ।
স্বরগের পবিত্রতা বিরাজে এখানে
সরলতা মধুরতা আছে এ শ্মশানে।
জন্মাবধি শুনি স্বর্গ নিত্য সুখময়
আছে কিনা নাহি জানি, কিন্তু মনে হয়-
শ্মশান মাঝারে স্বর্গ শ্মশানে শয়ন,
শ্মশানই মানবের বিরাম ভবন॥

অতৃপ্ত

অসার নির্জ্জীব এই দেহ ;
শান্তি নাই ক্ষণেকের তরে।
শুধু হৃদে "অতৃপ্ত" পিয়াসা
এ জীবন শুধু কেঁদে মরে ॥

খাঁচার পাখী শুধুই ভাবে—
পরাধীন এ জীবন মোর।
বনের পাখী মানস চোখে—
ব্যাধের ছায়া দেখ্‌ছে ঘোর ॥

আকুল গৃহী নানা জ্বালায়,
কহে—ধিক্ ! ছার এ জীবনে।
জগতে যার নাহিক কেহ
সাধ তার সদাই মরণে ॥

আপন দশায় তুষ্ট নহে
ধনী, চায় সে কুটীর দ্বার।
চোখের জলে কাঁদছে দুঃখী—
"নাহি সুখ ; শূন্য অধিকার ॥

"আমার চেয়ে তুষ্ট সবাই"
জগৎ ভাবছে মনে মনে।
সত্য তুমি দেখাও স্বরূপ
আমার মনো-নিকুঞ্জ বনে॥

মানসী

স্নিগ্ধ শান্ত সুন্দর তুমি যাহা কিছু তুমি গৌরবের,
তোমারে হেরিলে হৃদয়টী মোর এলায়ে পড়ে হরষে।
পূত, মধুর নির্ম্মল তব কুসুম সুষমা সৌরভের,
তোমারে হেরিলে সব জ্বালা যায় সুখ লহরী ঝলসে।
হেরিলে তোমার ভাসা আঁখিদুটী ভিজান কোমল জলে,
অতৃপ্ত, অসাধ, মর্ম্ম অবসাদ সব উঠে ধীরে ভেসে।
হাসিটী তোমার পরাণে কি এক চেতনা জাগায়ে তোলে,
তোমার মধুর স্বরগ ছবি আলোক দেখায় নিমেষে।
প্রদীপ্ত তুমি যে সাঁজের গগনে উজল তারকা ভাতি,
তমোরাশি নাশি হৃদয়ে আমার সাধনায় দেহ দীক্ষা।
পুণ্য করগো জীবন আমার—এ প্রথম মিলন রাতি,
কোটি জন্ম এ জন্মে মিশুক, দাও জীবনে জীবন ভিক্ষা।

পরশনে তব দামিনী চমকে, ফুটে উঠে ফুলরাশি,
মরমের সব ভুল ঘুচে যায়—যা সত্য উঠেগো ভাসি ॥

আক্ষেপ

(মুঙ্গের দর্শনে লিখিত)

অয়ি দেবি ! তোমার এ লীলা নিকেতনে
হেরিতেছি নিতি নিতি শোভা অনুপম ।
নিত্য নবভাব হেরি কালস্রোত সনে
পলে পলে নূতনত্ব শোভা মনোরম ।
নিত্য তব নব লীলা অয়ি পুণ্যবতি !
মুহূর্ত্তের নূতনত্ব মুহূর্ত্তে চেতনা ।
তেমনিত কুলুস্বরে বহি ভাগিরথী
জাগায়ে তুলিছে কত বিস্মৃতি বেদনা ।
যুগযুগান্তর হতে তুমি গরবিনী
ছিলে বঙ্গরাজধানী পূর্ণ প্রস্ফুটীতা ।
অকলঙ্ক হাস্যময়ী ছিলে বিজয়িনী
"উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা" ।

লুপ্ত সে গৌরব তব ; জীর্ণ স্মৃতি আজ
কাঁদায়ে মরমে সদা দানিতেছে লাজ ॥

কে তুমি ?

কে তুমি বাজায়ে বাঁশী আজি হৃদি অন্তঃপুরে,
বিমোহিলে শূন্য প্রাণ করুণ কোমল সুরে ?
তামসী জড়তা মাঝে ঢালি মৃত সঞ্জীবনী,
কে তুমি ঘুচালে মোহ আঁধার নয়নমণি ?
সরল নয়ন-কোণে মাখান স্নেহের রেখা,
হৃদয়ের তমোনাশি কে তুমি দাঁড়ালে সখা ?
তোমার বিমল স্নেহে মরণেও নাহি ভয়,
তব প্রেমে মাখা বিশ্ব তুমি যে গো মৃত্যুঞ্জয় ।
তোমারই এ ভালবাসা মোর চির সাধনা,
তোমারই স্ফুটন হাসি মোর কবি কল্পনা ।
আমার এ ক্ষুদ্র হৃদে ফুটুক তোমার ছবি,
সকল ভুলিয়ে গিয়ে তব প্রেমে হই কবি ।
ঘুচুক মোহের ভুল, পূর্ণ কর মনোরথ ।
দেখাও এ অন্ধ হৃতে জীবনের সত্য পথ ॥

কালস্রোতে

কালস্রোতে চলিয়াছি ছিন্ন লতা সম,
মহাসিন্ধু তরঙ্গেতে ভুজঙ্গের মত।
নাহি জানি কূল কোথা? অন্ধ আঁখি মম,
চলিয়াছি শির সদা করি অবনত।
আঁধার পাথার তলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
মাণিক মুকুতা আশে ফিরি লুব্ধ চিতে।
কোথায় যে খনি তাহা না পাই খুঁজিয়া,
আনমনে চলিয়াছি কল্লোল সঙ্গীতে।
চলিতে এসেছি ভবে চলিতেই হবে,
তাঁরে পেতে হব আমি কোন্ পথগামী?
চলাই আমার কার্য্য অন্তহীন ভবে,
নাহি জানি অন্য কিছু পথিক যে আমি।
কোথা গেলে তোমা পাব? বল, কোন্ খানে?
বাহিব কি জীর্ণ তরী অমৃতের পানে?



সাধে কি ?

(১)

সাধে কি হৃদয় মোর ভালবাসে তায় ?
কেন কাছে কাছে থাকি,
সদা চোখে চোখে রাখি,
পলকে প্রলয় দেখি পাছে চলে যায় ।
কেন আমি ভালবাসি বুঝানো ত দায় ॥

(২)

সাধে কি হৃদয় মোর ভালবাসে তায় ?
যা কিছু এ বিশ্বে রাজে,
সবি যেন তার মাঝে,
অনন্ত সৌন্দর্য্য যেন মাখা তার গায় ।
কেন আমি ভালবাসি বুঝানো ত দায় ॥

(৩)

সাধে কি হৃদয় মোর ভালবাসে তায় ?
প্রভাতে প্রভাতী শোভা,
হায় কিবা মনলোভা,
বরষায় সৌদামিনী জলদের গায় ।
কেন আমি ভালবাসি বুঝানো ত দায় ॥

(৪)

সাধে কি হৃদয় মোর ভালবাসে তায় ?
কণ্টক লতিকা কোলে,
গোলাপ যুবতী দোলে,
বিমল চন্দ্রিকাপ্লুত স্বর্গ সুষমায়।
কেন আমি ভালবাসি বুঝানো ত দায় ॥

(৫)

সাধে কি হৃদয় মোর ভালবাসে তায় ?
হাসি হাসি মুখখানি,
আধ ফোটা ফুলরাণী,
বরষে জীবনী-সুধা অলস হিয়ায়।
কেন আমি ভালবাসি বুঝানো ত দায় ॥

(৬)

সাধে কি হৃদয় মোর ভালবাসে তায় ?
স্নিগ্ধতায় পূর্ণ ইন্দু,
গুণেতে গভীর সিন্ধু,
কে তুমি করুণাময়ী বলনা আমায় ?
কেন আমি ভালবাসি বুঝানো ত দায় ॥

(৭)

সাধে কি হৃদয় মোর ভালবাসে তায় ?
শৈশবের সরলতা,
যৌবনের মধুরতা,
আলো আর আঁধারের মিলন ছায়ায় ।
কেন আমি ভালবাসি বুঝানো ত দায় ॥

(৮)

সাধে কি হৃদয় মোর ভালবাসে তায় ?
ভালবাসা প্রীতিস্নেহ,
পূর্ণতায় হৃদিগেহ,
করেছ পরাণ খালি দিয়া তা আমায় ।
কেন আমি ভালবাসি বুঝানো ত দায় ॥

(৯)

সাধে কি হৃদয় মোর ভালবাসে তায় ?
দুখেতে সুখের স্মৃতি,
বিষাদে হরিষ গীতি,
আঁধারে স্বরগ আলো কিবা জোছনায় ।
কেন আমি ভালবাসি বুঝানো ত দায় ॥

(১০)

সাধে কি হৃদয় মোর ভালবাসে তায় ?
শৈশব-সুষমা যত,
একে একে সব গত,
এখন জীবন ভাতে কোন্ সুষমায় ?
কেন আমি ভালবাসি বুঝান্ত ত দায় ॥

আশা

তোমার মোহিনী মায়াজালে
আমি যে আমা হারা।
মনে মনে তোমার ও মুখ
বহায় প্রীতিধারা ॥
নবীন রাগিনীগুলি তব
হৃদয় মাঝে বাজে ।
মোহন সঙ্গীত ধ্বনি তব
শুনি যে প্রতি কাজে ॥
হতাশ নিরাশ প্রাণে মোর
আন' উদ্যম রাশি।

অশ্রুধারা ঝর্‌লে পরে
মুছিয়ে দাও গো আসি ॥
সংসার ঘোর তরঙ্গমাঝে
বিষাদ ঝটিকায়।
আলোড়িত মানব যবে
তুমিই বাঁচাও তায় ॥
শুনিয়ে তব আশ্বাসবাণী
এ কানে কানে প্রাণে।
কত কালের পুরাণো সেই
সবার জানা গানে ॥
প্রভাত সমীরে তরু মর্ম্মরে
সন্ধ্যা সমীরণে।
কত নূতন আশ জেগে উঠে
স্তব্ধ আলো সনে ॥
প্লাবিয়ে দেয় ধরার বক্ষ
মানবদের প্রাণ।
নূতন নূতন গান রচি
তুলি মোহন তান ॥
অশান্তি-আতপ-তাপে জীবন
দণ্ডে পলে পলে

দহে, তাই জুড়াই এ প্রাণ
তোমার তরু তলে ॥
পাতিয়াছ এ দগধ বুকে
ও বিচিত্র আসন।
রচ আশা এ শ্মশানেতে
তব কুসুম-কানন ॥

পিতৃ-প্রয়াণে

আজ
মনে পড়ে একে একে সে সুখের দিন।
কৈশোরের মধুরতা,
শৈশবের সরলতা,
হৃদয়ে ফুটিত যবে সুখেরি নলিন।
চুমি তুমি মোর ভালে,
সুন্দর গোলাপী গালে,
আদর করিতে কত, আজ সব লীন।
গিয়াছে চলিয়া আজ সে সুখের দিন ॥

তখন

সংসার ছিল গো মোর সুখের আলয় ।
মধুর সে সব স্মৃতি,
বিষাদেও ছিল প্রীতি,
এ ভব ভবন ছিল অমৃত-নিলয় ।
বিশাল এ বিশ্বমাঝে,
মনে হত সব কাজে,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যেন নাহি কোন ভয় ।
কোথা গেল আজ পিতা সে সুখ সময় ?

তখন

এ জগতে হেরিতাম সবি ত সুন্দর ।
পূর্ব্বাকাশে লাল ছবি,
নিত্য নবোদিত রবি,
আসিত সুন্দরী উষা সুমেরু উপর ।
বিশ্বের সৌন্দর্য্য মাখা,
নিশার চাঁদিমা রাকা,
ছাইয়া ফেলিত যবে বিশ্ব-চরাচর ।
তখন যা হেরিতাম সবি ত সুন্দর ॥

তখন

চেয়ে যবে দেখিতাম প্রকৃতির পানে।
স্নিগ্ধ সুধা ঢেলে দিয়ে,
যেন গো প্রকৃতি মেয়ে,
গাহিত সঙ্গীত প্রাণ-বিমোহন তানে।
আপনা ভুলিয়ে গিয়ে,
মুগ্ধ রহিতাম চেয়ে,
আনন্দ তুফান যেন ব'ত প্রাণে প্রাণে।
চেয়ে চেয়ে দেখিতাম অতৃপ্ত নয়নে॥

হায়!

ভাঙ্গিয়া গিয়াছে পিতা সে মোহের ঘোর।
গেছে স্বপনের ভুল,
কোথা কুসুম মুকুল?
অকালে ঝরিয়া গেছে—হরেছে গো চোর।
সুদূর সন্ধ্যায় হেন,
সায়াহ্ন প্রকৃতি যেন,
আঁধারে ঘেরিয়া দিল এ হৃদয় মোর।
ভেঙ্গে কেন দিলে পিতা সে মোহের ঘোর?

হায় !

গিয়াছে তোমার সনে গিয়াছে সকল।
প্রাণে আর নাই প্রীতি,
মুছে গেছে সুখ-স্মৃতি,
দুঃখ আসি ঘেরিয়াছে হৃদয় কমল।
গেছে সেই ভালবাসা,
একসনে কাঁদা হাসা,
দগ্ধ হৃদি কোথায় সে স্নেহ-নিরমল ?
তোমার প্রয়াণ সনে গিয়াছে সকল॥

ভগ্ন-পূজা

তোমারে পূজিব বলিয়া
বসি বাসনার উপকূলে।
নীরব নিশীথে দাঁড়ায়ে
আছি অতৃপ্ত পিয়াসা ভুলে॥

আকুল উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণে,
প্রবাহিনী কুলুতানে,
অনন্তের পানে ছুটিছে—
রুদ্ধ হৃদয়-বেদন গানে।
গোছাতে গোছাতে একি,
যা কিছু শূন্য দেখি,
আঁধার তামসময়ী,
এসেছে অকালে বিমানে ॥

দাঁড়ায়ে জীবন-তীরে,
উঠিছে মিশিছে ধীরে,
জীবন বিম্বগুলি,
মোর বাসনার বারি পিয়ে।
আঁখিজলে ভেসে যাই,
কিছু না দেখিতে পাই,
মিলিবে কি চিরশান্তি—
ওগো! মরণের পারে গিয়ে?

তোমারে পূজিব বলিয়া আজ
নির্জ্জনে,—রুদ্ধ মরম গানে।

তোমারি লাগি বসিয়া আছি,
তব—আনন্দ অমৃত পানে ॥

স্বপনে বিভোর হয়ে,
মরমে বেদনা সয়ে,
পূজিতে সাজিয়াছিনু,
তোমারে হৃদয় রতন।
পড়িয়ে অভাবে দুখে,
দরিদ্রতা বিষমুখে,
তোমারে ভজিব ভাবিয়া,
আছিনু আনন্দে মগন ॥

পূজাত হ'লনা মোর,
জীবন হয়েছে ভোর,
নিরাশ অনলে শুধু,
কত আর দহিব তবে ?
কোথা তুমি পিতা আজ ?
নাহি কি মোদের মাঝ ?
ভেঙ্গেছে স্বপন এবে,
ওগো ! পূজাত হ'লনা ভবে ॥

পিতৃ-সকাশে

ভাঙ্গিল সাধান গলা,
শতধা ফুলের মালা,
ছিঁড়ে গেল হৃদিতন্ত্রী মোর।
করুণ কোমল তান,
থামিল প্রভাতী গান,
না হ'তে জীবন-নিশি ভোর॥
বিশ্ব গেছে স্তব্ধ হ'য়ে,
মৃতপ্রায় ঘুমাইয়ে,
অস্ত গেছে দিবস শর্ব্বরী।
থেমে গেছে সব গান,
শুধু বিষাদের তান,
ব্যাপ্ত হ'ল চরাচর মরি!
যত ফুল ফুটেছিল,
সকলি ঝরিয়ে গেল,
মধুর এ বসন্ত প্রয়াণে।
দিবসে আসিয়ে নিশা,
হরিল চোখের দিশা,
আঁধার যা হেরি এ নয়নে॥

অনন্ত জড়তাময়,
মানবের এ হৃদয়,
পলে পলে হয় উদ্বেলিত।

আধ হাসি আধ কথা,
আধ হর্ষ আধ ব্যথা,
রক্ত মাংস দেহে বিজড়িত॥

তাই মর্ম্ম যাতনায়,
বুক ভেসে অশ্রু ধায়,
হৃদে জ্বলে জ্বলন্ত অগিনি।

অস্ত যেন যায় রবি,
ঢাকিতে বিশ্বের ছবি,
আঁধারিয়া সমগ্র ধরণী॥

দিন পরে দিন যায়,
কতদিন চলে যায়,
কভু নাহি আসে আর ফিরি।

যে যায় সে যায় চলে,
ভাসায়ে চোখের জলে,
অন্ধকারে হৃদয়েরে ঘিরি॥

এই ত রয়েছি আমি,
কই পিতা কই তুমি ?
হেরি তোমা অনন্তের গায়।
বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ভূমি,
জড়ায়ে রয়েছ তুমি,
ধরা ভাসে রূপের ছটায়॥
এ গৃহ শ্মশানভূমি,
ছিলে সুধাধার তুমি,
ছিলে তুমি আনন্দ আকর।
ওই শোভা অনুপম,
নিষ্কলঙ্ক শশীসম,
নয়নেতে পরম সুন্দর॥
ত্যজিয়াছ মর্ত্ত্যভূমি,
তবু মোর আছ তুমি,
তুমি মোর ধরম করম।
নর আকাঙ্ক্ষিত যাহা,
কিছুই চাহিনা তাহা,
দাস ক'র জনম জনম॥



আঁধার

যে দিকে ফিরাই আঁখি অন্ধকারময়।
গভীর আঁধার যেন চোখ ভরে রয়॥
কেন চারিধার মাথা গভীর আঁধারে?
কিসের এ অন্ধকার ঘেরেছে আমারে?
বসন্তে ফুটেছে কত নানাজাতি ফুল।
কিন্তু রূপরাশি ঢাকা তমোময় ঝুল॥
মিটি মিটি চায় তারা হাসিয়া হাসিয়া।
নিবিড় কালিমা কেন তাদের ছায়িয়া?
উদাস উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণ কিসের কারণ?
কর্ণহীন তরী প্রায় জীবন ধারণ
করিবারে নাহি সাধ। জন্মেছে ধিক্কার;
এ সংসারে নাহি সুখ সব ফক্কিকার॥
সুখ নাহি চাহি পিতা নিবিয়াছে ধূপ।
দেখাও আঁধারে তব জ্যোতির্ম্ময় রূপ॥

মোহ

বিষাদ-ঘন মেঘ আবরি হৃদাকাশ।
সুখ-কিরণ-রেখা পলে করিল নাশ॥
আশা-কুসুম-কলি ঝরে মানস বনে।
কোমল পাপড়ি ছিন্ন, দুঃখ প্রভঞ্জনে॥
নীরবে গম্ভীরে ধীরে আসিয়া মরণ।
নীরবে অলক্ষ্যে ধীরে হরিল জীবন॥
আশা, তৃষা, মায়া, সাধ, গেল সব জ্বলি।
বিষাদের তুষানলে দিতে প্রাণ বলি॥
ফুরাল সুখের নিশা ঘুচিল জঞ্জাল্।
নিবিল কল্পনা আলো, জ্বাল্ চিতা জ্বাল্॥
আশায় ভরসা নাই শুষ্ক মর্ম্মস্থল।
হৃদয়ে বাড়ব দাহ, ক্ষীণ যত বল॥
ভাঙ্গিল মোহের ঘোর, সুখ স্বপ্ন মোর।
পিতার-প্রয়াণ সনে হ'ল নিশি ভোর॥

কাঙ্গালিনী মা

কাঙ্গালিনী মা আমার জনম দুখিনী।
স্নেহের বিমল দানে,
স্নেহ শান্তি সুধাপানে,
করিতেছ সঞ্জিবীত দিবস যামিনী।
কত মর্ম্ম-যাতনায়,
বুক ভেসে অশ্রু বায়,
মরমে তোমার মাতা জ্বলন্ত অগিনী।
স্নেহময়ী মা আমার জনম দুখিনী॥

দুখিনী মায়ের মোরা কাঙ্গাল সন্তান।
কাঁদি দুখে অনিবার,
সদা বুকে হাহাকার,
উপেক্ষা, অবজ্ঞা, আর ঘৃণা অপমান।
ভ্রান্ত আলেয়ার মত,
ছুটিতেছি অবিরত,
এ বিশ্বে আছে কি মাতা কাঙ্গালের স্থান?
কাঙ্গালিনী মার মোরা কাঙ্গাল সন্তান॥

সদাই তোমার মাতা সজল নয়ন।
মোদের কুশল তরে,
বিভুপদে ভক্তিভরে,
পুষ্পাঞ্জলি দেয় কেবা তোমার মতন।
হেথায় যাহারা আছে,
কেবল আপন বোঝে,
আপন সুখের তরে তাহারা মগন।
তব দুঃখ দেখে কারো ঝরেনা নয়ন॥

করুণার প্রতিকৃতি তুমি মা আমার।
স্থিরমূর্ত্তি অবিচল,
সদা আঁখি ঢল ঢল,
আমার উপাস্য দেবী করুণা আধার।
আনিয়ে মা এ ধরায়,
বাঁচাইল কে আমায়?
করুণা-পীযূষ দানে, ঘুচাল আঁধার।
তোমারি করুণাবলে, ভুবন আমার॥

মা আমার তুমি যে গো শান্তির নিদান।
তোমারি মহিমা বলে,
দুঃখরাশি যায় চলে,
তোমারি স্নেহের সুধা বিশ্বে করি পান।

কত দুঃখ কত তাপে,
কত শোক মনস্তাপে,
সতত মাগিছ মাগো সবার কল্যাণ।
তব সম কেবা আছে করুণা নিধান

তোমা সম স্বার্থরিপু কে করে সংহার ?
মরুময় এ সংসারে,
নিরাশার হাহাকারে,
কার হৃদি কাঁদে মাগো তোমা সম আর ?
যদি আঁখি ছল ছল,
মুছাও সে আঁখিজল,
সযতনে বুকে মাথা করি বার বার।
তোমার তুলনা তুমি জননী আমার ॥

তুমি যে মা দয়াময়ী কর দয়া দান।
সন্তান মঙ্গল তরে,
সদা তব আঁখি ঝরে,
স্নেহাপ্লুত আঁখি তব সদা বেগবান।

হেন সেবাব্রত ভবে,
কেহ কি মা আর হবে ?
ত্রিভুবনে কেবা আছে তোমার সমান ?
অপরূপ ধৈর্য্যময়ী পুত্রগত প্রাণ ॥

এ বিশ্ব বাঁধা যে মাগো চরণে তোমার।
সতত কামনাহীন,
তুমি যে মা দীনহীন,
কেহ কি মুছাতে নারে তব অশ্রুধার ?
কেন তবে হীন-প্রাণ,
দিতে নারি বলিদান,
স্বার্থ-রিপু কেন নারি করিতে সংহার ?
স্বর্গাদপি গরীয়সি জননী আমার ॥

অস্তোন্মুখ রবি

(দেওঘরে দিগ্‌রিয়া পর্ব্বতে সূর্য্যাস্ত দেখিয়া)

সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে ওই কি সুন্দর কি সুন্দর !
গিরি প'রে সূর্য্যরশ্মি পড়েছে কি মনোহর ॥
তরুশিরে সূর্য্যরশ্মি, উজলিছে চারিধার।
ডুব্‌ছে গিরিমাঝে রবি, কিবা চমৎকার ॥

অস্তাচলে রঙ্গের খেলা খেল্‌ছে যেন কেহ।
মাঠের রাঙ্গামাটি রাঙ্গা, দূরে সবার গেহ ॥
গাভীর দল চল্‌ছে ধীরে উঁচু নীচু পথে।
মরি! সূর্য্য যেন অস্ত যাচ্ছে চড়ে স্বর্ণ রথে ॥
পাখীরা সব ফির্‌ছে নীড়ে স্ব স্ব কলরবে।
সাঁজের হাওয়া বচ্ছে ধীরে মন্দ মন্দ রবে ॥
বালুর স্তূপে নদী ঢাকা দৃষ্টি চল্‌ছে যত।
স্বচ্ছ সলিল হেথা হোথা খনন আছে কত ॥
অস্তগামী ঐ সূর্য্য রশ্মি পড়েছে তার মাঝে।
কি সুন্দর আজ দৃশ্য মরি বিশ্ব জুড়ে রাজে ॥
সব নীরব সব স্তব্ধ অদূরে গিরিবন।
প্রাণের মাঝে নীরবতা জাগ্‌ছে অনুক্ষণ ॥
এ সব দেখে হৃদয় মাঝে আসে অবসাদ।
আঁধারেতে ঘের্‌বে সবে কেহ না যাবে বাদ ॥
সুখের পর দুঃখ, আর দুখের পর সুখ,
সারা জীবন সুখী কেবা? আছে সবার দুখ ॥
এ সব দেখে শুনে মানুষ, নত কর শির।
কৃতজ্ঞ হও তাঁহার কাছে—স্রষ্টা পৃথিবীর ॥

উচ্ছ্বাস

(মিঃ, ডি, এল, রায়ের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত)

(১)

ত্যজি তব 'সুরধাম', কোথা গেলে গুণধাম,
হেনে বাণ বাঙ্গালীর বুকে।
একাধারে নাট্যকবি, হে বঙ্গ গৌরব রবি!
নিত্যধামে থাক চির সুখে॥

(২)

তোমার বিহনে আজ, মায়ের মলিন সাজ,
পাগলিনী বাণী বীণাপাণি।
অভাগী কবিতা রাণী, ত্যঁজি তোমা সম মণি,
আঁখিনীরে তিতিছে মেদিনী॥

(৩)

তোমা সম তনয়েরে, বক্ষেতে ধারণ করে;
বঙ্গমাতা ধন্য হয় মনে।
চতুর্দ্দশ বর্ষকালে, 'আর্য্যগাথা' লিখেছিলে,
তব শক্তি কহিব কেমনে?

(৪)

অহল্যা "পাষাণী" ছবি, বনবাসে "সীতা" দেবী,
পুত্র স্নেহ ভরা "সাজাহান"।
"আষাঢ়ে" হাসির ছবি, "আলেখ্যে" ও "মন্দ্রে" কবি,
মজাইলা কাব্যামোদী প্রাণ॥

(৫)

লিখি "দুর্গাদাস" "ভীষ্ম" দেখাইলা ক্ষাত্র বীর্য্য,
"তারাবাই" "মেবার পতনে"।
আঁকিয়া "প্রতাপ সিংহ," শিখাইলা ত্যাগ মন্ত্র,
ধন্য রূপ-চিত্র "নূর্জাহানে"।

(৬)

"চন্দ্রগুপ্ত" তব হায়, পরিপূর্ণ বন্ধুতায়,
অপরূপ "চাণক্য" চিত্রণ।
"হেলেন" রূপেতে আলা, বচনে অমিয় ঢালা,
"ছায়া" চিত্র অতি বিমোহন॥

(৭)

এক মাত্র "পরপারে", সামাজিক চিত্র ধরে,
কোনটিত সেইরূপ নাই।

তুমি যে লিখেছ কত, কি করে বর্ণিব অত,
কারে ছেড়ে কার কথা কই ॥

(৮)

তোমার শকতি শত,* ক্ষুদ্র আমি কব কত,
লিখেছ যে কতশত গান।
তোমার "আমার দেশে", জড়ে রক্তস্রোত আসে,
"জন্মভূমি" স্বরগ সমান ॥

(৯)

"এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল,
সে মরণ স্বরগ সমান"।
তোমারি রচিত যাহা, তোমারি ঘটিল তাহা,
কি সুন্দর বিধির বিধান ॥

(১০)

দেব! তোমার উপমা তুমি, কি করে বর্ণিব আমি,
দীন আমি কি দিয়ে পূজিব?
কিছু নাহি দেব যার, সামান্য "উচ্ছ্বাস" সার,
কেমনে ও চরণে প্রেরিব?

বিদ্যাসাগর

(বিদ্যাসাগর শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত।)

(১)

না জানি কোন্ পুণ্য প্রভাতে জনমি দেব, তুমি ভারতবর্ষে।
দুঃখীর দুঃখ দূর করিয়া, তৃপ্ত হইতে অমিত হর্ষে॥
(তব) উজল প্রভায় দূরিত হইল ছিল যত সব আঁধার ঘোর।
কেটে গেল দুঃখ, তোমার গরিমা, জীবনের নিশি করিল ভোর॥

(২)

তুমি বঙ্গভাষার জনম দাতা, তুমি বঙ্গভাষার শিক্ষাগুরু।
তব প্রতিভায় উজ্জ্বল ভাষা—বঙ্গভাষার কল্পতরু॥
লইয়াছে যাঁরে শুভ্র বসনা, খুলিয়া দিয়াছে স্বর্গ-দ্বার।
যুগ যুগান্ত উজল রহিবে, ভাষায় অপার কীর্ত্তি তাঁর॥

(৩)

রতছিল যে দুঃখ হরিতে, করুণা করিতে, করুণ চক্ষে।
পরের দুঃখে অশ্রু গলিয়া, বয়ান ভাসিত ধরিত বক্ষে॥
সমাজ পীড়ন করিতে মোচন, প্রয়াস পাইলে পরাণ-পণে
পরের কারণ সঁপিয়া হৃদয়, শান্তি লভিলে আপন মনে॥

(২)

তুমি যশের পতাকা, উড়ালে বিশ্বে, নির্ভয়ে, মহা গৌরবে।
মাতৃভক্ত, স্বদেশ-আত্মা,—মুগ্ধ বিশ্ব সৌরভে॥
প্রতিভা তোমার, উজল রহিয়া, মুগ্ধ করিবে জগত চিত্ত।
ধর্ম্মবীর! কর্ম্মবীর! যাঁহার প্রভায় জগত দীপ্ত॥

কোরাস্

(তুমি) বিদ্যাসাগর! দয়ার সাগর! তোমার দয়ার
নাহিক শেষ।
কীর্ত্তি তোমার, ধর্ম্ম তোমার, চিরদিন রবে ব্যাপিয়া দেশ॥

জগদ্ধাত্রী

(১)

যে দিন তমসা-আবৃত জগতে, বধিলে জননী মহিষাসুর।
চমকি বিশ্ব লুটাল ও পদে, স্বর্গ হইতে দেবতাসুর॥
ধ্বনিত হইল সে অভয়বার্ত্তা, কোটী কণ্ঠে বিমল হাস্যে।
উঠিয়া সে ধ্বনি মুরজ-মন্দ্রে, ছড়ায়ে পড়িল নিখিল বিশ্বে॥

(২)

না জানি জননী, কি পুণ্য প্রভাতে, পিয়ে মা তোমারি
পীযূষ স্তন্য ।
বন্দিয়া সবে চরণ দুখানি, মিটাল আশ হইল ধন্য ॥
পূলকে পূরিল এলোক, ভূলোক, হেরিয়া চরণ কমলদীপ্তি ।
তোমার উজল প্রভায় সকলে, লভিল শান্তি, লভিল তৃপ্তি ॥

(৩)

বিহগ পুঞ্জ, কুঞ্জে কুঞ্জে, বন্দিল মাগো নবীন ছন্দে ।
পূলকে পূরিল নিখিল বিশ্ব, প্রকৃতি হাসে যেন আনন্দে ॥
শতেক পাতকী লভিল মুক্তি, বন্দিয়া তব চরণ দুখানি ।
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়-কারিণী, তুমি যে মাগো ত্রিলোকপালিনী ।

(৪)

জননী তুমি বিতর শান্তি, তুমি যে মাগো অভয়দাত্রী ।
তুমি মা বাণী, বিদ্যাদায়িনী, জগত্তারিণী, জগদ্ধাত্রী ॥
জননী তুমি সন্তান তরে, সহ মা না জানি কতই বেদনা ।
জগৎ পালিনি ! জগজ্জননি ! বিশ্বে নাহি মা তোমার
তুলনা ॥

(৫)

জনমে জনমে লভি যেন মাগো, তোমার স্নেহ করুণারাশি।
(তব) চরণপ্রান্তে লভিয়া জনম, চরণপ্রান্তে যেন গো মিশি॥
অন্তিমে যবে মুদিব নয়ন, পাশরিব সব দুঃখ ক্লেশ।
(তুমি) হৃদয় মাঝে উদয় হ'য়ে, করিও আমার জীবন শেষ॥

কোরাস্

ভারতী তুমি, ভগবতী তুমি, তোমার চরণে সব মোক্ষ।
গাহে তাই সবে—জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! "ত্বংহি রক্ষ"।

সন্ধ্যায়

কি গরিমা নিয়ে আজ সন্ধ্যাসূর্য্য গেল অস্তাচলে।
আধ আধ অন্ধকারে, বিচ্ছেদের দুখরাশি ঢেলে॥
শেষ খেয়া দিল তরী, মোরে নাহি করিল অহ্বান।
কোথা তরী? কোথা কূল? বসি আমি ম্লান, ম্রিয়মান॥
দাঁড়াবে থমকি কবে ক্ষুদ্র মোর জীবন তরণী?
কবে হৃদে শান্তি পাব? কই? কই? মৃতসঞ্জীবনী॥

ভুলভাঙ্গা

লক্ষ জনম ঘুরে ফিরে হায় ! আসিয়াছি আজি এ কোথা ?
কি জানি কি এক অজানা রাগিনী, কহিছে অতীত কথা ?
'আমার বলিয়া যারে ভাব তুমি, তারা নহে তব কেহ ;
'এ দগ্ধ বিশ্ব মায়ায় পূর্ণ, হায় ! হেথা পাবে কোথা স্নেহ ।
'নাই নাই নাই, কিছু নাই হেথা,—আছে শুধু হা হুতাশ ।
'আমার বলিয়া কেহ নাই ওগো শুধু মিছে কর আশ' ॥

অন্ধ ও খঞ্জ

খঞ্জ কহিছে অন্ধেরে হেরি, 'সখা তুমি অতিশয় দুখী ।
দৃষ্টিহীন ওই আঁখি দুটী হেরে, মনে হয় আমি সুখী ॥
ও তৃষিত নয়নে, না পার হেরিতে, ফুল্ল কুসুম বীথি ।
কত শান্ত, উদার, নীলিমা শোভিছে, ধরার বক্ষ নিতি' ।
মধুর কণ্ঠে অন্ধ কহিল, 'দুঃখ কি এযে বিধির দান ।
তিনি জ্ঞানাঞ্জন দানিয়া আমায়, দিবেন চরণে স্থান' ॥

শান্তি

শান্তির আশে, ঘুরিতেছ মিছে, কেন মিছে মায়া-কাঁদা ?
শান্তি যে তব হৃদয় মাঝারে, সদাই রয়েছে বাঁধা ॥
যাঁরে লভি তুমি শান্তিরে পাবে, তিনি তব হৃদি মাঝে।
তাঁহার চরণ-কমল-সরোজে, শান্তি যে সদা রাজে ॥
জাগ্রত সদা-সর্ব্বদা, তিনি তোমার হৃদয় মাঝারে।
কেন নিদ্রিত, হও জাগ্রত, পাবে শান্তি লভি তাঁহারে ॥

ব্যথা

অলির গুঞ্জনে, কোকিলের তানে,
প্রাণ ভরে গেছে গানে।
তাই কবির মত, উদাস প্রাণে,
শুনিছ যেন কি কানে ॥
কবি কল্পনা করিতেছ কত,
সদা বিভোর গর্ব্বভরে।
নাহি ভাব মনে, কে তোমার প্রাণে,
অমৃত-সিঞ্চন করে ॥

কবি হয়ে তুমি না পার বুঝিতে,
কবির মরম কথা।
তাই হৃদি-মাঝে, সহিতেছ সদা,
বিষম মরম ব্যথা॥

কুসুম

কুসুম কি কভু ফুটেগো সজনি! করিতে ব্যক্ত মহিমা?
মৃদুল পবনে হেলিয়া দুলিয়া, দেখাতে বিশ্বে গরিমা?
পরকে সুখ ও সুবাস দান, তার ক্ষুদ্র জীবনে কর্ম্ম।
পরের সেবায় জীবন দান—সে প্রচারে সার এ মর্ম্ম॥
অঞ্জলি সনে, দেবতা চরণে, গড়াইতে তার কামনা।
দেবতার বরে শিখায় সে নরে, তার নীরব সাধনা॥

মা

জগন্মাতায় পাবার আশায়, ডাকিতেছ তুমি মা, মা।
শবোপরি যিনি, নর্ত্তনশীলা, কভু কালী, কভু শ্যামা॥
বারেক ভাবিয়া নাহি দেখ মনে, বিশ্ব যে শুধু মায়া।
মায়ের কায়া পূজিতে না শিখে, কেমনে হেরিবে ছায়া?
এ দগধ বিশ্ব-মরুতে যে মা, স্নিগধ নিঝর ধারা।
জননীই মোদের, সংসার পথে, উজ্জ্বল ধ্রুবতারা॥

কৃপণ

কৃপণ নহেকো তারা, যাদের অর্থ প্রাণের প্রাণ।
অর্থ যাদের প্রধান কামনা, অর্থ যাদের ধ্যান॥
কৃপণ সেই, যে, অর্থের তরে, ধর্ম্মের করে হানি।
ন্যায্য পরিশ্রমের মূল্য দিতে, আত্মার করে গ্লানি॥

উচ্ছ্বাস

(বিদ্যাসাগর শ্রাদ্ধ-বাসরে পঠিত)

অসার সংসারে আসি দুদিনের তরে,
বহাইয়া গেছ দেব! অমৃত ঝরণা।
বাঙ্গালীর যশোগানে ভরিতে ভুবন,
বঙ্গভাষা রচি দিলে নূতন মূর্চ্ছনা॥
তোমারি রচিত ভাষে তোমারি ইঙ্গিতে,
কবির সঙ্গীতে বিশ্ব একান্ত অধীর।
বঙ্গবাসী লভে স্থান জগৎ সভায়,
তোমারি করুণা বলে ওহে কর্ম্মবীর॥
সজীব করিয়া দিলে নির্জ্জীব ভারতে,
আনিয়া মঙ্গলঘটে মৃতসঞ্জীবন।

অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন দেশবাসীগণে,
জ্ঞানালোকে শিখাইলে নব জাগরণ ॥
দেশের মঙ্গল লাগি, জ্ঞানের আলোকে,
ফুৎকারে জ্বেলেছ তুমি যে অগ্নিকণা।
নির্জ্জীব ভারতে তাহা জীবন সঞ্চারি,
কোটী কোটী জীবনের করেছে সূচনা ॥
পরার্থে সর্ব্বস্ব দান এক মহামন্ত্রে,
দেখায়েছ অন্তরের জীবন্ত প্রেরণা।
বিরাট আঁধার মাঝে জ্ঞানালোক জ্বেলে,
নীরবে দেখায়ে দিলে জাতীর সাধনা ॥
সমাজের প্রতিকূলে দাঁড়াইতে গিয়ে,
সয়েছ বিদ্রূপ কত শত অত্যাচার।
নির্ব্বিকার-চিত্ত তুমি জীবন সংশয়ে,
মার প্রতি এত ভক্তি বিশ্বাস কাহার ?
তোমা সম বিদ্যা বুদ্ধি তেজস্বিতা কার ?
বিলাস বর্জ্জন করি কেবা দুঃখ সয় ?
সুজলা সুফলা বঙ্গে তা নহিলে কেন,
বিলাস-বিপ্লবে হয় নিত্য লোকক্ষয় ॥
দেশের দশের লাগি নিজ স্বার্থত্যাগ,
করে কে হেলায় দেব ! নির্ম্মাল্যের প্রায়।

ধর্ম্মবীর ! কর্ম্মবীর ! হে মহাপুরুষ !
ব্যাপ্ত তুমি তাই আজ নিখিল আত্মায় ॥

*　*　*　*　*　*

*　*　*　*　*　*

তোমার কৃপায় আজ প্রতিষ্ঠা যাদের,
সরস্বতী লভে যারা—তব কৃপাবলে ।
প্রতিভার প্রতিষ্ঠার সীমা অতিক্রমি,
অহঙ্কারে তব কৃপা ভুলে নানা ছলে ॥
অহমিকা পরিপূর্ণ স্বার্থপর মোরা,
প্রতিকাজে "হাম্‌বড়া" শুধু কথা সার ।
এ শ্রাদ্ধ-বাসরে, নতুবা কেনগো আজি,
উদ্যোগী পুরুষ পেতে এত হাহাকার ?
হৃদয়ের ব্যথা প্রভু কহিব গো কারে ?
দীনের অশ্রুতে হায় ! কিবা আসে যায় ?
মনুষ্যত্ব দাও দেব ! বাঙ্গালীর হৃদে,
উজ্জ্বল হউক বঙ্গ নব গরিমায় ॥

পূর্ণিমা দর্শনে

আম বাগানের পিছু দিয়ে
উঠ্‌ল ঐ পূর্ণিমার চাঁদ।
স্নিগ্ধ কিরণ-ধারায় বিশ্ব
ভরল,—ভেঙ্গে হৃদয় বাঁধ॥
দখিণ পবন বহে ধীরি
পুলকেতে—হৃদি আত্মহারা।
গোলাকার ঐ চাঁদটী ঘিরে
একি শুধু তারা—আঁখিতারা?
ক্লান্ত জগৎ স্তব্ধ এখন,
স্তব্ধ পাখী—বসি নিজ নীড়ে।
দূরে উছলি চলে তটিনী
মাখি—চাঁদের কিরণ ধীরে॥
কুহু কুহু ডাক্‌ছে কোকিল,
বৃক্ষঝোপে,—বসি নিজ ধ্যানে।
স্বরগ আভা ছুট্‌ছে আজ
বিশ্বের—এই মর-উদ্যানে॥
উঠ্‌ছে নানা কুসুম ফুটে
চাঁদের—রজত ধারা পেয়ে।

মধুর গন্ধ ছড়িয়ে তারা
জগৎ—খানা ফেল্‌লে ছেয়ে ॥
এমন বিমল শোভা হেরে
মোর—জুড়াল প্রাণের ক্ষত।
যাঁর হাসিতে হাস্‌ছে ধরা
পদে তাঁর—হচ্ছে মাথা নত ॥
সকল কলুষ গেল কেটে,
ভরে গেল—ক্ষুদ্র মোর প্রাণ।
তাঁর চরণে মিশুক দেহ,
যাঁর,—এ জীবন মহাদান ॥
মধুর তুমি অন্তরযামী,
মোর—প্রাণের অধিক প্রিয়।
বিশ্বের আলো নিভিবে যবে,
দীনে,—তোমার আলোকে নিও ॥

আমার ভারত

(সন ১৩২৪ সালের ৩০শে বৈশাখ রবিবার বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের
সৈন্যগণের এবং মহামান্য দেশ-নেতৃগণের সম্বর্দ্ধনার্থে
রঙ্গপুর ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েসন কর্ত্তৃক গীত।)

(১)

ভারত আমার! ভারত আমার!
কোথায় আজি সে মহাহর্ষ!
কোথা বেদগান, সামের নিনাদ,—
মূর্চ্ছনা যার প্রাণস্পর্শ॥
কোথা বৃন্দাবন, মদনমোহন,
কোথা সে শ্যামের মোহনধ্বনি।
যমুনার জল উজান বহিত,
গোপীরা ধাইত মোক্ষগণি॥

(২)

আত্মজয়ী যারা ছিল কর্ম্মভূমে—
ধর্ম্মময় ছিল যাদের প্রাণ।
পরের কারণ আত্ম-বলিদানে,
শতেক পাতকী করিল ত্রাণ॥

কোথা সে শঙ্কর, কোথা সে বুদ্ধ,
দয়াল নিতাই গৌর-অঙ্গ ;
পাতকী দুভাই জগাই মাধাই,
লভিল মুক্তি পাইয়া সঙ্গ ॥

(৩)

কোথা জয়দেব, রূপ সনাতন,
সাধক প্রবর শ্রীরামকৃষ্ট।
অতিথির সাজে আসি এ ভারতে,
পুণ্য করিল ধরণী পৃষ্ঠ ॥
বাল্মিকী ব্যাস, চণ্ডী কালিদাস,
কোথা ভবভূতি সে নবরত্ন।
শিখায়েছে যারা জীবনের সার—
দেশের সেবা, দেশের যত্ন ॥

(৪)

প্রাচীন লইয়া গর্ব্ব মোদের ;—
শুধুই মোহ—শুধুই মায়া।
অতীতের স্রোতে ভাসিয়া যায়—
বর্ত্তমানের বিশাল কায়া ॥

দেখরে চাহিয়া এখনও জ্বলিছে,
মাথার উপর অরুন্ধতী।
মোহ-পাশ কাটি জাগরে সবাই—
ঝলকিবে পুনঃ মায়ের দ্যুতি ॥

কোরাস্

হয়েছে খর্ব্ব, জাতীয় গর্ব্ব, প্রাচীন কীর্ত্তি শতাব্দীর।
অন্ধকারের যবনিকা তুলি দেখাও বিশ্বে উচ্চশির ॥

নীরব সাধনা

প্রভাতের নীরবতা মাঝে বসি ক্ষুদ্র কবি—
হেরিছিনু ধরণীর নগ্ন শ্যাম স্নিগ্ধ ছবি ॥
নীরবে সমীর বহে, নীরব কানন-ভূমি।
নীরবে উঠিল রবি, প্রকৃতি বদন চুমি ॥
দীপ্ত অনুরাগ মাখা প্রেম-আলিঙ্গনে তার।
নীরবে পুড়িল বিশ্ব! এল পুনঃ অন্ধকার ॥
নীরবে গাহিল পাখী নীরব তাহার ভাষা।
নিজমনে গাহি গান নীরবে ফিরিছে চাষা ॥

নীরবে ফুটিল ফুল লতিকার শিরে শিরে।
নীরবে উঠিল চাঁদ গগনেতে ধীরে ধীরে॥
নীরব গগনতলে নীরবে জ্বলিল তারা।
নীরবে ভাসিল বক্ষ হইনু আপন হারা॥
পাদচুম্বি স্রোতস্বিনী নীরবে বহিছে ধীরে।
নীরবে কহিছে যেন—'যে যায় সে নাহি ফিরে॥
'চিরস্থির কিছু নহে সকলি হইবে ক্ষয়।
'নীরবে ছুটিছি তাই নীরবে হইতে লয়'॥
নীরব সৃষ্টির মাঝে তুমি যে নীরব স্বামী!
নীরব সাধনা তরে তাই কাঁদিতেছি আমি॥
নীরব হৃদয় মাঝে নীরবে বসগো এসে।
তব পদে হই লয়—"নীরব সাধনা" শেষে॥

শেষ

ক্ষুদ্র হৃদে ছিল যাহা সব দিনু শেষ করে।
শোক-তাপ-পূর্ণ গীতে 'বনফুলে' ডালা ভরে॥
মনে হয় খুলে বলি হৃদয়ের শেষ কথা।
অতীতের স্মৃতি এসে দেয় বুকে বড় ব্যথা॥

পারিনা কহিতে তাই ভাসি নয়নের নীরে।
যা ছিল তা গেছে সব পাবনা গো কিছু ফিরে॥
কালস্রোতে চলিয়াছি জানিনা কোথায় যাব ?
কোথায় পাইব লয় ? কোথা শান্তি সুধা পাব ?
নাহি শান্তি জ্যোছনায়—নাহি মলয় পবনে।
কি যেন বিষের জ্বালা, দহে হৃদি ক্ষণে ক্ষণে॥
কোথা গেলে শান্তি পাব জান কি তোমরা কেহ ?
কোথা হ'তে আসিয়াছি ? কোথায় আমার গেহ ?
জান যদি বলে দাও—সাঙ্গ হোক্ ছেলে-খেলা।
উজ্জ্বল আলোক-রাজ্যে হেরিগে আলোক মেলা॥
নতুবা হউক হেথা জীবনের অবসান।
"বনফুল" গাঁথা মালা ছিঁড়ে হোক্ শতখান।

